সংবাদ

11 JAN 2000

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

রংপুরে দুটি সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে জেলা প্রশাসনের সার্কুলার : অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ

জেলা বার্তা পরিবেশক

রংপুরে দুটি সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষকদের পরিবর্তে জেলা প্রশাসনের কর্তারা প্রশ্নপত্র তৈরি ও খাতা দেখাসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড করবে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্কুলার জারি করায় তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠান করা নিয়ে অভিভাবক মহলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা।

জানা গেছে, রংপুর জেলা প্রশাসক খন্দকার আতিয়ার রহমান স্বাক্ষরিত এক সার্কুলার জারি করা হয়েছে। যার স্মারক নম্বর জেপ্ররং/শিক্ষা/২০০৭/৮৩৬ রংপুর জিলা স্কুল ও রংপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বরাবর প্রেরণ করা সার্কুলারে বলা হয়েছে, এ দুটি বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৬ জানুয়ারি একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। তারা প্রশ্নপত্র তৈরি করে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রশ্নপত্র মডারেশন কমিটির আহ্বায়কের কাছে জমা দেবেন। প্রশ্নপত্র মডারেশনের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (শিক্ষা ও উন্নয়ন) আহ্বায়ক ও জেলা শিক্ষা অফিসারকে সদস্য করে মডারেশন কমিটি গঠন করা হলো। তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক থেকে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক এবং নবম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক থেকে প্রশ্ন করার জন্য বলা হয়েছে। কি প্রশ্নপত্র তৈরি করার পর সেই প্রশ্নপত্র প্রয়োজনে পরিবর্তন করার জ অঘোষিত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছু কয়েকজন শিক্ষক জানান, জেলা প্রশাসনের কর্তারা যদি প্রশ্নপত্র তৈ করে অথবা তারা যদি ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে খবরদারি ক তাহলে পুরো কর্মকাণ্ড প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। এ ছাড়া রংপুর জিলা স্কু ও সরকারি বালিকা বিদ্যালয় দুটি রংপুরের অত্যন্ত জনপ্রি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসএসসি ফলাফলের দিক থেকে এ দু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বরাবরই বোর্ডের মধ্যে ১ থেকে ১০-এর মধ্যে থাকে এখানে জেলা প্রশাসন খবরদারি মেনে নেয়া যায় না। শিক্ষকরা আর জানান, পরীক্ষা হওয়ার পর কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে ওই দিন খাতা দেখে রাতেই ফলাফল টাঙিয়ে দেয়া হয়। পরের দিন অভিভাব ও পরীক্ষার্থীরা স্কুলের নোটিশ বোর্ডে ফলাফল জানতে পারে। ফ কোন অবস্থায় ভর্তি পরীক্ষায় কোন অনিয়মের সুযোগ থাকে না। কি এবার জেলা প্রশাসন ভর্তি পরীক্ষায় খবরদারি, খাতা নিজেরাই পরীক্ষ করাসহ ফলাফল প্রদানে খবরদারি করার ঘোষণা দেয়ায় ভর্তি পরীক্ষ প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা করছেন অভিভাবকসহ শিক্ষকরা।

এ ব্যাপারে রংপুরের জেলা প্রশাসক খন্দকার আতিয়ার রহমানে সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করেও তাকে পাওয় যায়নি। তবে জেলা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভর্তি নিয়ে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।